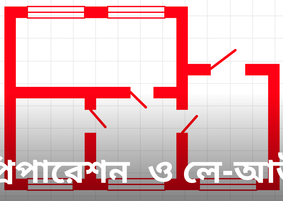

সাইট প্রিপারেশন ও লে-আউট

সাইট প্রিপারেশনঃ

ডিজাইন পরিকল্পনা অনুযায়ী বিল্ডিং এর সীমানার মধ্যে না পড়লে যে গাছপালা আছে তা রেখে দিতে হবে।

- সাইটে মালামাল আনার পর কোথায় কিভাবে থাকবে সেটার জন্য পূর্ব পরিকল্পনা থাকতে হবে।
- পানির সংস্পর্শে যেসব নির্মাণ সামগ্রীর ক্ষতি হয় সেসব এর জন্য ছাউনির ব্যবস্থা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

লে-আউটঃ

লে-আউট হলো যে বিল্ডিং নির্মিত হবে তার সঠিক ড্রয়িং সরাসরি প্রস্তাবিত জমির উপর স্থাপন করতে হবে।

লে-আউট বসানোঃ

- আর্কিট্রাকচারাল ড্রয়িং এবং রাজউক অনুমোদন ড্রয়িং অনুযায়ী প্রস্তাবিত জমির মাপ ঠিক আছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে।
- রোড লেভেল হতে সাধারণত ৩.৫ ফুট উপরে সাইটের বিভিন্ন স্থানে লেভেল স্থাপন করতে হবে।
- আর্কিট্রাকচারাল ড্রয়িং এর রেফারেন্স এ গ্রীড লাইন অনুসারে সুতা বাধা সুতা বাধার পর প্রত্যেকটি কোন সমকোণ আছে কিনা তা দেখতে হবে এবং কোনাকুনি মাপ ঠিক অছে কিনা তা চেক করা।
- গ্রীড লাইন হতে রাজউকের ড্রয়িং অনুযায়ী পর্যাপ্ত যায়গা ছেড়ে দিতে হবে।
- এক গ্রীড লাইন হতে অপর গ্রীড লাইন ঠিক আছে কিনা তা যাচাই করতে হবে।
- গ্রীড লাইন হতে কোন যায়গা বেশী বা কম পাওয়া গেলে তা সমন্বয় করে আর্কিট্রকেচারাল ড্রয়িং অনুযায়ী মিলানোর চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনে প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক চেক করিয়ে নিতে হবে।
- গ্রীড লাইনের পয়েন্ট গুলো এডজাস্টিং ওয়ালে প্রয়োজনীয় জায়গা চিপিং করে ১০" x ১০" x ১" সিমেন্ট বালির মটার দিয়ে স্থায়ীভাবে চিহ্ন রাখতে হবে। যদি এডজাস্টিং ওয়াল না পাওয়া যায় তবে বাশেঁর খুটি মাটিতে কমপক্ষে ৩ ফুট প্রবেশ করিয়ে স্থায়ীভাবে গ্রীড লাইন চিহ্ন রাখতে হবে।
- গ্রীড লাইন চিহ্নিত পয়েন্ট গুলোতে গ্রীড লাইন নাম্বার ও একটি গ্রীড হতে অপরটির দূরত্ব লিখে রাখতে হবে।
- উপরোক্ত গ্রীড লাইনের রেফারেন্স এ আর্কিট্রাকচারাল ও স্ট্রাকচারাল ড্রয়িং অনুযায়ী কলাম ফুটিং এর লে-আউট দিতে হবে।

উঁই-পোকা

উঁইপোকার আক্রমনে কাঠ,রাবার,প্লাস্টিক ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

এই পোকার প্রজনন ক্ষমতা এতো বেশি যে এটি ইমারত ধবংস করতে ৪-৫ বছর সময় নেয়।

ইমারত কে উঁইপোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য নির্মাণ কাজ শুরুর পূর্বে নিচের ব্যবস্থা নেয়া হয়-

নির্মাণ কাজ শুরুর উদ্যোগ গ্রহণের সাথে সাথে এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় ।

দুই ধাপে এই কাজ সম্পন্ন হয়-

- ইমারত যে স্থানে নির্মিত হবে সে স্থানের যথাযথ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে । গাছের শেকড়, কাঠের গোঁড়া ও অন্যান্য জঞ্জাল পরিষ্কার করতে হবে। কোন উঁইপোকার ঢিবি দেখা গেলে তা ভেঙ্গে, শাবল দিয়ে কয়েক স্থানে গর্ত করে গর্তের মধ্যে উঁইপোকা বিনাশক বিষ দিয়ে উঁই ধবংস করতে হবে। ১ কেজি হেপ্টাক্লর গুড়ো ৭৯ লিটার পানিতে মিশিয়ে বা ১ লিটার ডায়াল্ড্রিন ৩৯ লিটার পানিতে মিশিয়ে এ বিষ তৈরি করা হয় । সাধারণত প্রতি ঘনমিটার ঢিবির জন্য ৪ লিটার পরিমাণ বিষ প্রয়োগ করা হয়।
- ইমারত নির্মাণের সময় মাটির সাথে উঁইপোকা বিনাশক বিষ মিশিয়ে এমনভাবে রাসায়নিক প্রাচীর নির্মাণ করতে হবে।